



জম্মু-কাশ্মীরে আকস্মিক বন্যায় মৃত অন্তত ১০, নিখোঁজ একাধিক



জম্মু, ১৯ জুলাই (আইএনএস)। জম্মু ও কাশ্মীরের পৃথক ও রাজ্যের জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে মৃত অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও একাধিক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পৃথক জেলার সুরনকোট তহসিলের বুফলিয়াজ এলাকার লোয়ার মুরাহ অঞ্চলে হড়পা বানে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

সুরনকোটের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মহম্মদ ইউসুফ চৌধুরী জানান, এখনও পর্যন্ত আটটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন নিখোঁজ থাকায় তদ্রূপী ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন নূর সাফিয়া (৫৯), সাজাদ আহমেদ (১৬), হকনওয়াজ আহমেদ (১০), শাহনওয়াজ আহমেদ (১০), খালদা কৌসর (২৫), সোফিয়ান (২), বানো বি (৬০) এবং মহম্মদ আক্রম (৭)।

বন্যায় পৃথক জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ, সিভিল প্রশাসন, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। তবে মুঘল রোড এবং রাজৌরি-পৃথক জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

এ এ পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে ভয়াবহ ধস, মন জেলায় শিশু সহ অন্তত ৮ জনের মৃত্যু



কোহিমা, ১৯ জুলাই (আইএনএস)। নাগাল্যান্ডের মন জেলার ডিফেন্স কালোনিতে রবিবার ভয়াবহ ভূমিধসে শিশু-সহ অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধসে একাধিক বাড়ি মাটির নিচে চাপা পড়েছে। এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্থলের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে একাধিক সংস্থা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও চারজনের দেহ ধ্বংসস্থলের নিচে রয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রবল বৃষ্টি, আহতদের প্রত্যেককে ৭৪ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ জলাবদ্ধতা এবং অস্থির ভূমির কারণে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গেছে, ভূমিধসে ডিফেন্স কলোনির প্রায় ১৫টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু বসতবাড়ি ও সম্পত্তির। উদ্ধার অভিযানে অসম রাইফেলস, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), নাগাল্যান্ড পুলিশ, সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় মুখ্যমন্ত্রী নৈকিউ রিও নিহত প্রত্যেকের পরিবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান এবং আহতদের প্রত্যেককে ৭৪ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে

এ এ পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় বিল আনবেন অমিত শাহ বন্দে মাতরমকে আইনি সুরক্ষায় আওতায় আনতে কেন্দ্রের উদ্যোগে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই। দেশের জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি সম্মান আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামীকাল রাজ্যসভায় ন্যাশনাল অনার (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পেশ করবেন। এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-কে প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট, ১৯৭১-এর আওতায় এনে আইনি সুরক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করা বা গানটি পরিবেশনের সময় কোনও সমাবেশে বিদ্য ঘটানো শাস্তিমোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর মতোই সমান আইনি মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান থাকবে।

বর্তমানে, প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট, ১৯৭১-এর ৩ নম্বর ধারায় শুধুমাত্র জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর গানে বাধা সৃষ্টি করা বা তার পরিবেশনে বিদ্য ঘটানোর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। নতুন সংশোধনীতে সেই ধারায় 'বন্দে মাতরম'-কেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিলে উল্লেখ করা হয়েছে, বন্ধিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেছিলেন, 'বন্দে মাতরম'-কে 'জন গণ মন'-এর সমান মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে।

এ এ পাতায় দেখুন

পুলিশের গাড়ি থেকে মদ ছিনতাইকাণ্ডে এক মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ জুলাই। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার মনপাথর বাজার এলাকায় নেশাবিরোধী অভিযানে গিয়ে পুলিশের ওপর বাধা সৃষ্টি এবং পুলিশের গাড়ি থেকে জব্দ করা মদ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় একজন মহিলাকে আটক করেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

জানা যায়, গত ১৮ জুলাই নেশা বিরোধী অভিযান চলাকালীন একদল ব্যক্তি পুলিশের সরকারি কাজে বাধা প্রদান করে এবং পুলিশের গাড়ি থেকে জব্দ করা মদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনায় শান্তিরবাজার থানায়

এ এ পাতায় দেখুন

নিষিদ্ধ কফসিরাপ উদ্ধার গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ জুলাই। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানাধীন ইউএনসি নগর (ওয়ার্ড নং-৩) এলাকায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় এক মাদক কারবারি ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভোরে সোনামুড়া থানার পুলিশ, বিএসএফের ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং টিএসআরের ১১ নম্বর ব্যাটালিয়নের যৌথ বাহিনী ইউএনসি নগরের একটি

এ এ পাতায় দেখুন

বাম আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজক পরিবেশ তৈরি করে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই। একজন ছাত্র ভাল ফলাফল করতে পারে, তবে তাকে প্রথমে একজন ভাল মানুষ হতে হবে এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। আজ ৮ টিউন বড়দোয়ালি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর পাশাপাশি তিনি সিপিএমকে তাদের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অরাজক পরিবেশ তৈরি করার জন্য নিন্দা করেছেন, যা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তেমনদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে আজ এই ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অল্পাংশ পরিশ্রমের কারণে তারা এই ফলাফল অর্জন করেছে এবং

তাদের সাফল্যের পিছনে সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও



মুখ্য ভূমিকা করেছে। পরিবেশ ঠিক না থাকলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে

না এবং সঠিকভাবে চিন্তাও করতে পারে না। আমরা যদি ৭০ দশকের

স্লোগান লেখা থাকতো এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কিংবদন্তি ব্যক্তিদের মূর্তি ভাঙুর করা হত। বিশেষ করে সিপিএমের আমলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের চিন্তাভাবনা ছিল ভিন্ন এবং তারা কখনও প্রতিভাবান এবং কিংবদন্তী ব্যক্তিদের গ্রহণ করেনি। আমরা দেখছি তারা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে কি বলেছে। যদি এই ধরনের পরিস্থিতি চলাতে থাকে, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে ভাল ফলাফল করতে পারে? পড়াশোনার জন্য এমন পরিবেশ ছিল না, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদির মাধ্যমে প্রতিটি দেশের মানুষ আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করেন এবং যোগের মাধ্যমে নিজেদের উৎসাহিত করেন।

এ এ পাতায় দেখুন

নিখোঁজ গৃহবধু ও তিন বছরের শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ জুলাই। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার গজেরটিলা এলাকা থেকে এক গৃহবধু ও তাঁর তিন বছর বয়সী শিশুকন্যা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রথযাত্রা উপলক্ষে রথ দেখতে যাওয়ার কথায় বলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তাঁদের আর কোনো খোঁজ মিলছে না।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ গৃহবধুর নাম দেবপ্রিয়া নুট (২৩)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দম্পতির

এ এ পাতায় দেখুন

ধলাই নদীর ভাঙনে সীমান্ত গ্রাম মলয়ার কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলিন হচ্ছে, উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ জুলাই। ধলাই নদীর ভাঙনে র জেরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে চরম উদ্বেগের মধ্যে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। তাঁদের দাবি, দ্রুত নদীভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী দিনে আরও বহু জমি নদীর গর্ভে ভলিয়ে যাবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৯০৯ নম্বর সীমান্ত পিলাবের সংলগ্ন মলয়া গ্রামে মূলত মণিপুরী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিচাষের বেড়ার ভেতরে গ্রামের কৃষকদের বড় অংশের চাষের জমি অবস্থিত। অপরদিকে, নদীর ওপারে রয়েছে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কুরমা ঘাট এলাকা। দুই দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ধলাই নদী।

কৃষকদের অভিযোগ, চলতি বর্ষায় ধলাই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে নদীতে নতুন বাক সৃষ্টি হয়ে ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে। প্রতিদিনই নদীর ভাঙনে উর্বর কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে, যার ফলে জীবিকা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাঁরা।

রবিবার কৃষকদের আহ্বানে কমলপুর মহকুমা কিয়ান মোর্চার সভাপতি পিন্টু শর্মা মলয়া গ্রাম পরিষদ করেন। বিএসএফ জওয়ানদের উপস্থিতিতে তিনি নদীভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং বিষয়টি নিয়ে মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, সীমান্ত এলাকা এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে দ্রুত নদীভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে তাঁদের কৃষিজমি ও জীবিকা রক্ষা করা সম্ভব হয়। এখন প্রশাসন এই দাবির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সর্বদলীয় বৈঠক

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনার আহ্বান ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (আইএনএস)। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন পার্টি অব ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতির প্রতিবাদে বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করল ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। বিরোধীদের অভিযোগ, এনসিপিআই একটি অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী সাংসদদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আবেদন এখনও নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।



শনিবার সংসদ ভবনের আনেন্দ্র ভবনের প্রধান কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল-সহ এডিটিএ-র একাধিক সাংসদ।

বিরোধী শিবিরের তরফে বৈঠকে যোগ দেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ, এনসিপি (শরদচন্দ্র পণ্ডার) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, আরএলডি সাংসদ রাজকুমার সাংওয়ান, সমাজবাদী

এ এ পাতায় দেখুন





রবিবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা। ছবি নিজস্ব।

ভুয়ো ওএমআর শিটের বিরুদ্ধে কড়া এনটিএ, এআই-তৈরি নথি জমা দিলে আইনি পদক্ষেপের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (আইএএনএস): পরীক্ষা সংক্রান্ত নথি জালিয়াতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় ভুয়ো ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন) শিট জমা দেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবার্তা জারি করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সংস্থাটি জানিয়েছে, যাচাইয়ের জন্য শুধুমাত্র আসল ওএমআর শিটই জমা দিতে হবে। ভুয়ো বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর সাহায্যে তৈরি ওএমআর শিট জমা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এনটিএ জানিয়েছে, সম্প্রতি যাচাইয়ের জন্য জমা পড়া একাধিক ওএমআর শিট পরীক্ষা করে দেখা

গেছে, সেগুলির অনেকই জাল বা এআই-এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংস্থার কাছে জমা পড়া প্রতিটি অভিযোগই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যম ”এক্স”-এ এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের শুধুমাত্র আসল ওএমআর শিটই যাচাইয়ের জন্য জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভুয়ো বা এআই-তৈরি ওএমআর শিট জমা দিলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এনটিএ-র এই পদক্ষেপ এমন সময়ে সামনে এল, যখন বিভিন্ন জাতীয় স্তরের পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। সংস্থার মতে, আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহার করে তৈরি জাল

নথির মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন বা ওএমআর যাচাই প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রূপতেই এই কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে। এনটিএ-র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই একাধিক সন্দেহজনক ঘটনার সন্ধান মিলেছে। পুনরায় যাচাইয়ের আবেদন গ্রহণের আগে প্রতিটি নথির সত্যতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সংস্থার মতে, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। সহজলভ্য এআই-ভিত্তিক ছবি এনটিএ-র এই পদক্ষেপ এমন সময়ে সামনে এল, যখন বিভিন্ন জাতীয় স্তরের পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। সংস্থার মতে, আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহার করে তৈরি জাল

ধরনের কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষাবিদদের একাংশ এনটিএ-র এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, জাতীয় স্তরের পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে এই ধরনের কড়া নজরদারি অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও সতর্ক থাকার এবং শুধুমাত্র প্রকৃত নথিই জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে বলেও সংস্থা স্পষ্ট করেছে।

“বিঘ্ন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক লাভ হয় না”, বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে বিরোধীদের বার্তা কিরেন রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (আইএএনএস): সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সংসদ সৃষ্টি করে পরিচালনায় সহযোগিতার আহ্বান জানানো কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, সংসদে অকারণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোনও রাজনৈতিক লাভ হয় না, বরং এতে জনসাধারণের অর্থের অপচয় হয়। বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বলেন, ‘আগামীকাল থেকে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আজ সরকার ফ্লোর লিভারদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে

আবেদন জানাচ্ছি, যাতে অধিবেশন সৃষ্টিভাবে পরিচালিত হয়। সংসদ সকলের আশা করি, সরকার ও বিরোধীউভয় পক্ষই সরকারের কাজক্ষম এবং বিভিন্ন বিল নিয়ে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেবে। তিনি বলেন, ‘সংসদ যত ভালোভাবে চলবে, দেশের যত বেশি উপকার হবে। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বাস করি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদে নিজেদের বিষয় তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। সেখানে জেরোলাকে বিতর্ক হওয়া উচিত। যে কোনও দল বা সংসদ সংসদে নিজের মতামত প্রকাশ করতে স্বাধীন।’ গত কয়েকটি অধিবেশনে বিরোধীদের ‘অতিরিক্ত বিঘ্ন সৃষ্টির’ প্রসঙ্গ তুলে রিজিজু বলেন,

‘এই ধরনের বিঘ্নে কারও কোনও লাভ হয় না, সাধারণ মানুষও তা পছন্দ করেন না। মানুষ যিনি সংসদ সৃষ্টিভাবে চলুক, আমরাও সেটাই চাই। ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক লাভ হয় না। তাই আমি আবারও সব দলের নেতাদের সংসদ নির্বিঘ্নে পরিচালনায় সহযোগিতা করার আবেদন জানাচ্ছি। আমরা বিরোধীদের কথা শুনব, বিরোধীদেরও আমাদের কথা শোনা উচিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘সংসদে বিঘ্ন ঘটালে সকলের সময় নষ্ট হয় এবং জনসাধারণের অর্থের অপচয় হয়। এই বর্ষাকালীন অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং সরকারি কাজ রয়েছে। সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। মতভেদ থাকলেও তা বিঘ্ন সৃষ্টি করে নয়,

বিতর্কের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব এবং বিরোধীদের কাছ থেকেও একই ধরনের সহযোগিতা আশা করছি।’ এদিকে, সংসদ ভবনের অ্যানেক্স ভবনের প্রধান কমিটি কক্ষে সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাওয়া হবে, যাতে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালিত করা যায়। উল্লেখ্য, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন ২০ জুলাই শুরু হয়ে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। চার সপ্তাহব্যাপী এই অধিবেশনে মোট ১৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব থেকে রামমন্দিরের অনুদান বিতর্ক সংসদে অর্থবহ আলোচনার দাবি মায়াবতীর

লখনউ, ১৯ জুলাই (আইএএনএস): সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সরকার ও বিরোধীউভয় পক্ষের প্রতি দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করার আহ্বান জানানো বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, মহিলাদের নিরাপত্তা, প্রশ্রণর ফাঁস এবং অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান সংক্রান্ত বিতর্কের মতো বিষয়গুলি সংসদে গুরুত্ব দিয়ে তোলার দাবি জানান তিনি।

‘এক্স’-এ করা এক পোস্টে মায়াবতী বলেন, ২০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনকে ঘিরে দেশের সামনে আবারও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে সংসদ কি বিক্ষোভ ও বারবার মূলতুবিব কারণে ব্যাহত হবে, নাকি জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনা করবেন।

অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদানের অর্থ চুরি, অপব্যবহার ও তহরুপের অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে মায়াবতী বলেন, এই ঘটনা উত্তরপ্রদেশ-সহ গোটা দেশে ব্যাপক জনরোষের সৃষ্টি করেছে। তাঁর দাবি, ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের কাছেই এখন মানুষ এই বিতর্কের জবাব চাইছে।

বিএসপি প্রধান পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাজস্থানে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে গর্ভবতী মহিলাদের মৃত্যুর ঘটনা, বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ,

আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙর কাজ রবিবারও অব্যাহত, ডিজিটাল লক ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ১৯ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচতলা দলীয় কার্যালয় ভাঙর কাজ রবিবারও অব্যাহত থাকে। শনিবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে ভবনের প্রতিটি তলায় ব্যবহৃত ডিজিটাল লক দেখে বিস্মিত হয়েছেন প্রশাসনের অধিকারিকরা।

জেলা প্রশাসন, দমকল, জেলা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) সদস্যদের নিয়ে গঠিত যৌথ দল ভবন ভাঙর কাজ চালাচ্ছে। ভবনটির সামনে ‘অফিস অব এমপি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়’ লেখা সাইনবোর্ড রয়েছে। জেলার এক পুলিশ অধিকারিকের দাবি, ভবনের প্রতিটি তলায় নিরাপত্তার জন্য ডিজিটাল লক ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর কথায়, সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন নথি সংরক্ষণের জন্য উচ্চ পদস্থ অধিকারিকদের দফতরে এই ধরনের ডিজিটাল লক ব্যবহার করা হয়। তাই একটা সংসদের জেলা দলীয় কার্যালয়ে এত উন্নতমানের ডিজিটাল লকের প্রয়োজন কেন ছিল, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

তিনি জানান, ডিজিটাল লকগুলি খুলতে না পেরে দমকল বিভাগের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের এক সেগুলি ভেঙে খুলতে হয়েছে। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, জেলায় জমি

একটি অংশ অবৈধভাবে নির্মাণের অভিযোগে পরপর দুটি নোটিস পাঠিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় এই ভাঙার অভিযান শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাঙার অভিযানকে বেআইনি বলে দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নে সোপ্তিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন শনিবার তিনি আরও বলেন, ২০৩১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এলে বিজেপির সব দলীয় কার্যালয়ের বিরুদ্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজারবাইজানে ভারতের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল নিয়ে স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন

বাকু, ১৯ জুলাই (আইএএনএস): আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ভারতীয় দূতাবাসে ভারতের ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল নিয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি ভারত-আজারবাইজানের জগৎগোমে মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক, আজারবাইজানের সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবশালী প্রাকৃতিক এবং প্রবাসী ভারতীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রদূত অভয় কুমার এবং ইউনেস্কো-হাট্টিয়াট আজারবাইজানের কার্ণিট প্রোগ্রাম প্রধান আনা সোয়াডে যৌথভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্যানেলারে মাধ্যমে ইউনেস্কো স্বীকৃত ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যস্থল তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত অভয় কুমার বলেন, ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম ধারাবাহিক সভ্যতাগুলির অন্যতম এবং হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। তিনি জানান, বর্তমানে ভারতে মোট ৪৪টি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল রয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি সাংস্কৃতিক, সাতটি প্রাকৃতিক এবং একটি মিশ্র ঐতিহ্যস্থল। এগুলি শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির যৌথ

ঐতিহ্যের অংশ। তিনি নালন্দা মহাবিহার, তাজমহল, সঁচির বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং হামপি ও খাজুরাহোর মন্দিরসমূহের মতো ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ করে বলেন, এগুলি ভারতের বহুমাত্রিক সভ্যতা, শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর আশা, এই প্রদর্শনী ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে দর্শকদের আগ্রহ বাড়াবে এবং ভারত-আজারবাইজানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আনা সোয়াডে ভারতীয় দূতাবাসের ইউসোপের প্রশংসা করে বলেন, এটি সাংস্কৃতিক সচেতনতা, পারস্পরিক সংলাপ এবং মানবজাতির অভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতিশ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার একটি অভিনব উদ্যোগ। তিনি বিষয়টি প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভারতের প্রচেষ্টার চুস্রা প্রশংসা করেন।



রবিবার সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।



হরেকরকম

হরেকরকম

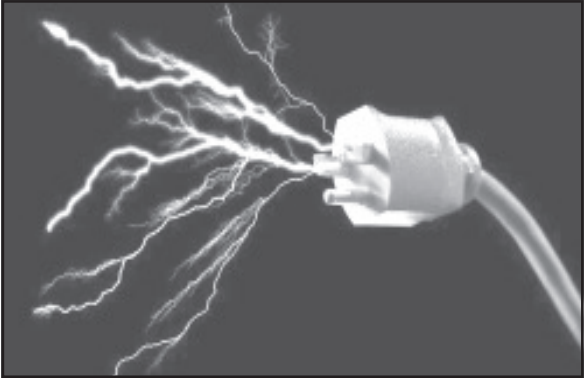
হরেকরকম

কেউ হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খেলে কী করবেন?

যে কেউ যে কোন স্থানে বিদ্যুত্ভূত হতে পারে। ইলেকট্রিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুততরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে শরীর অবস হয়ে পড়ে এবং কীপুনি আসে ও হঠাৎ করেই কার্ডিয়াক অ্যাটাক হবে (যদিও এটি বিরল)। বিদ্যুত্ভূত হলে আক্রান্ত অঙ্গ পুড়ে যেতে পারে বা ক্ষত হতে পারে। বৈদ্যুতিক শক তীব্র ক্ষমতার হলে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে প্রভাব পড়তে পারে।

এর ফলে হৃদপিণ্ডে আয়রিতমিয়া বা ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হতে পারে। যার ফলে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যাটাক এবং মৃত্যুও হতে পারে। বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানলে জীবন রক্ষা করা যায়।

১। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত কাউকে সাহায্য করার জন্য যাওয়ার আগে চারপাশে ভালো করে দেখে নিন। আশেপাশে জল ও লোহা থাকলে তা বিপদজনক হয়। কারণ জল ও লোহা বিদ্যুৎ পরিবাহী। সেক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য দ্রুত ইমার্জেন্সি



হেল্প লাইনে ফোন দিন। ২। আক্রান্ত মানুষটিকে বিদ্যুতের উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। বৈদ্যুতিক পাওয়ার অফ করে দিন অথবা ডিভাইসটি আন প্লাগ করুন। যদি এটি না করতে পারেন তাহলে শুকনো ও অপরিবাহী কোন উপাদানে তৈরি যেমন - কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে একটি কাঠের লাঠি দিয়ে ব্যক্তিকে আলাদা করার চেষ্টা করুন। কখনো খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবেন না তাহলে আপনার ও শক লাগতে পারে। ৩। বৈদ্যুতিক উত থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে আনার পর একটি স্থানে একপাশে কান্ডাক করে শুইয়ে দিন এবং হাতের

উপর মাথা রাখুন। হাঁটুগুলো মুড়ে দিন এবং চিবুক উচু করে শ্বাস পরীক্ষা করুন। ৪। আক্রান্ত ব্যক্তির যদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং ছোটখাট পোড়া হলে টেপের জলের নীচে ধুয়ে নিন। পরনের কাপড় ত্যাগ করে দিন। ৫। যদি রক্তপাত হয় তাহলে শুষ্ক ও পরিষ্কার কাপড় রক্তপাতের স্থানে রেখে চাপ দিন যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। ৬। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত না চললে কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করুন। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে সুস্থ মনে হলেও।

হেঁশেলে টমেটোর বাড়বাড়ন্তু? কি করবে



বাঙালির হেঁশেলে আলু, পেঁয়াজ, আর আদা-রসুনর সঙ্গে টমেটো থাকেই। মাংস কবা হোক বা কালো জিরে দিয়ে মাছের ঝাল, টমেটো দরকার পড়েই। কিন্তু হঠাৎ করে টমেটো শেষ হয়ে গেলে কী করবেন? টমেটোর শেষ গেলে হাতের কাছে বিকল্প রাখা দরকার। টমেটোর বদলে অনেকেই খাবারে টক দই ও টমেটো পিউরি বা সস ব্যবহার করেন। কিন্তু সবসময় যে হেঁশেলে এসব উপকরণও মজুত থাকবে তা নয়। টমেটো বিকল্প না খুঁজে, এই সবজি

ছাড়া কোন-কোনও পদ রান্না করা যায়, তা জেনে রাখা দরকার। এতে সুস্বাদু খাবারও বানিয়ে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি টমেটোর বিকল্পও খুঁজতে হবে না। টমেটো ছাড়া কী বানাবেন, রইল টিপস। দুপুরের পদ রীধতে গিয়ে যদি দেখেন টমেটো শেষ কী করবেন? বাঙালির প্রিয় আলু পোস্ত রন্ধে নিতে পারেন। পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আলু পোস্ত। সঙ্গে মুগ বা বিউলির ডাল থাকলে জমে থাকা দুপুরের ভুরিভোজ। পনিরের পদ রীধতে পারেন টমেটো

ছাড়া। কাজু ও চারমগজ দানা বাটা দিয়ে বানাতে পারেন পনিরের পদ। স্বাদমতো নুন, মিস্তি দিলেই তৈরি পনির। রুটি বা পরোটার সঙ্গে জমে যাবে নবাবী পনির। চিকেন কষা রীধতে গেলে টমেটো চাই-ই-চাই। তাই টমেটো ছাড়া দই চিকেন বানিয়ে নিন। দই, আদা-রসুন বাটা ও বাকি গুঁড়ো মশলা দিয়ে মাংস ম্যারিনেট করে গ্যাসে চাপিয়ে দিন। তৈরি হয়ে যাবে দই চিকেন। মটরন ও রান্না করা যায় টমেটো ছাড়া। কাশীরূরে ঐতিহ্যবাহী পদ মটরন ইয়াকনি বানাতে পারেন টমেটো ছাড়া। টক দই ও গোটা গরম মশলা থাকলেই সম্পূর্ণ মটরন রান্না হয়ে যাবে। নতুন স্বাদের মটরন রেসিপি খেতেও ভাল লাগবে। আলুর দম রীধতে গেলে টমেটো দরকার পড়ে। টমেটো না থাকলে দই আলু রন্ধে নিন। টক দইয়ের পাশাপাশি ঘি, ধনে-জিরে গুঁড়ো, গোটা জিরে, গরম মশলা ও হিং দিয়েই রন্ধে নিতে পারেন দই আলু।

কম তেলেই করণ মুশকিল আসান

শরীরের কথা মাথায় রেখেই খাবারে কম তেল ব্যবহারের চল বেড়েছে। কিন্তু কম তেলে ভাজাভুজি করতে বেশ বামেলো পোহাতে হয়। অল্প তেলে মাছ ভাজতে দিলে তা কড়াইতে আটকে যায়। এমনকী মাংস বা তরকারি কম তেলে কষতে গেলেও কড়াইতে গেলে যায়। এতে খাবারের স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি রান্না করতে গিয়ে বেশ বন্ধি পোহাতে হয়।

মাছ ভাজতে গিয়ে এমনটা হলে, মাছ ভেঙে যায়। সেই মাছ রান্না করে আর তখন কাউকে পরিবেশন করা যায় না। তাই এমন সমাধান খুঁজে নিতে হবে, যা কম তেলেই রান্না করা যায় এবং কড়াইতেও খাবার যাতে না আটকে যায়।

কড়াই ভাল করে গরম করুন, সসপান হোক বা ফ্রাই প্যান কিংবা লোহার কড়াই, আঁচে রেখে সেটা ভাল করে গরম করুন। কড়াই ভাল করে গরম করে তারপর এতে খাবার ঢালুন। কড়াই গরম হয়েছে বুঝবেন কীভাবে? কম আঁচে কড়াই চাপান। মিনিট দুয়েক পর কড়াইতে জলের ছিটে দিন। সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেলে বুঝবেন কড়াই ঠিকমতো গরম হয়ে গিয়েছে। কড়াইতে শুকনো খাবার ছাড়ুন



ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে সরাসরি গরম কড়াইতে তেলে দেন? এতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গরমের সংস্পর্শে আসা মাত্র তা কড়াইতে আটকে যায়। তাই চেষ্টা করুন জল ছাড়া কড়াইতে খাবার দিতে। আর ফ্রিজ থেকে মাংস বা খাবার বের করে প্রথমে ঘরের তাপমাত্রা আনুন, তারপর সেটা গরম কড়াইতে ঢালুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিন মশলা কষতে গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দরকার। অল্প তেলে মশলা বা কোনও খাবার কষাতে গিয়ে অনেক সময় কড়াইতে আটকে যায়। এই সমস্যা এড়াতে কড়াইতে অল্প জল মিশিয়ে দিন। এতে সবজি, মশলা ও অন্যান্য উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে রান্না হয়ে যাবে। সস বানিয়ে রান্না করুন কড়াইতে খাবার আটকে যাওয়ার

পরিস্থিতি যদি এড়াতে চান, তাহলে সস দিয়ে রান্না করুন। এছাড়া আপনি গ্রেভি বানিয়ে রান্না করতে পারেন। এতে আপনার রান্নায় অতিরিক্ত ময়েশ্চারাইজার থাকবে এবং রান্না করার সময় খাবার কড়াইতে আটকে যাবে না। পাশাপাশি খাবার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম। কম তেলে কষতে রান্না করবেন এক চামচ তেল দিয়েও আপনি রান্না করতে পারেন। কড়াই আঁচে রাখার আগে ভাল করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে আগের রান্নার কোনও তেল যেন লেগে না থাকে। এরপর এক চামচ তেল নিয়ে দু-তিনবার কড়াইতে ব্রাশ করুন। এতে তেলের পরিমাণ কম লাগবে। পাশাপাশি খাবার কড়াইতে আটকেও যাবে না।

রান্নার ধরনে বদল

আনলে ঝরবে ওজন

ওজন কমাতে শরীরচর্চা, ডায়েটের কোনও জুড়ি মেলা ভার। নিয়ম করে এগুলি করতে পারলে ছিপছিপে হওয়া সম্ভব। কিন্তু ডায়েট, ব্যায়াম করে রোগা হওয়া অনেক দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। নিয়মের হেরফের হলেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ওজন কমানো কোনও চটজলদি বিষয় নয়। দ্রুত রোগা হতে অনেকেই উপোস করে থাকেন। তাতে ওজন কমান বদলে বেড়ে যায়। ভরপেট খেয়েও রোগা হওয়া যায়। শুধু রান্নার ধরনে খানিকটা পরিবর্তন আনলেই হবে।

১) রোগা হবেন বলে যখন এক বার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, তখন নিয়ম করে সজ্জি খেতে হবে। সজ্জির গুণেই দ্রুত রোগা হওয়া সম্ভব। তবে সে ক্ষেত্রে সজ্জির খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া ভাল। খোসায় ফাইবারের পরিমাণও প্রচুর। ফাইবার দ্রুত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ২) খাবার সুস্বাদু হয়

তেল, নুন, মিস্তির গুণে। তবে ডায়েটের পরে খাবারে স্বাদ আনতে অন্য রান্না নিতে হবে। গোলমরিচ, লবঙ্গ, কারিপাতা, রোজমেরি রান্নায় ব্যবহার করুন। এতে খাবারের স্বাদও হবে, আবার ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ৩) ডায়েট করছেন মানেই তেল খাওয়ায় খানিক রাশ টানতে হবে। তাই যে কোনও খাবারই অল্প তেলে রান্না করুন। অনেকেই সজ্জি বানিয়ে খান। সে ক্ষেত্রে সজ্জিগুলি একেবারে অল্প তেলে নাড়াচাড়া করে রান্না করুন। কখনই ভাজবেন না। ৪) সজ্জিতে উপকারী স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। মিনারেলস থেকে ফাইবার, সবটাই আছে ভরপুর পরিমাণে। কিন্তু রান্না করার পর সজ্জির স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সজ্জি মাইক্রোওয়েভ দিয়ে ভাপিয়ে নিতে পারেন। খাওয়ার সময় উপর থেকে নুন, গোলমরিচ ছড়িয়ে খেলে আধসজ্জি সজ্জি খাচ্ছেন, মনে হবে না।

বাদামের বহুমুখী উপকারীতা



বাদাম হল পুষ্টিতে সমৃদ্ধ একটি ড্রাই ফ্রুট। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আয়রন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি রয়েছে, কিন্তু কোনটি বেশি উপকারী, ভেজানো বাদাম নাকি শুকনো বাদাম? আসুন তাহলে জেনে নেই- শুকনো বাদাম: নাম অনুসারে, শুকনো বাদামগুলি তাদের আসল, অপরিবর্তিত অবস্থায় বাদাম। এগুলি বাদাম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, শীসমৃত্ত এবং বাতাসে শুকানো হয়। বাদাম একটি জনপ্রিয় স্ন্যাকিং এবং সুস্বাদু বিকল্প। এছাড়াও, শুকনো বাদাম নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সহজ, তা স্যালাউড, বাদাম মাখনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হোক বা এমনি খাওয়া হোক। শুকনো বাদামও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এগুলি ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং ডায়েটারি ফাইবারের একটি দুর্দান্ত উত। এই পুষ্টিগুলি হৃদিতন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, হজমে সহায়তা করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণা: ৭৬ জনের উপর ৮ সপ্তাহের একটি গবেষণা চালানো হয়েছিল যাতে দেখা যায় যে ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে হজমের কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। উপরন্তু, ভেজানো বাদামে ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কীচা বাদামের তুলনায় একই রকম বা সামান্য বেশি হয়। গবেষণা অনুসারে, বাদামে অ্যাসিটিলউট্রিয়েটসও রয়েছে, যা ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টির হজম এবং পেস্টে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ভেজানো বাদাম ঠিক শুকনো বাদামের মতো যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। ভেজানোর এই প্রক্রিয়াটি কিছু এনজাইম সক্রিয় করে বলে বিশ্বাস করা হয়, যা বাদামকে সহজে হজম করে এবং পুষ্টির শোষণ বাড়ায়। ভেজানো বাদামের উপকারিতা: ফুড বায়োফিজিওলজির মতে, ভেজানো বাদামের প্রাথমিক

উপকার হল হজমশক্তির উন্নতি। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে ভেজানো বাদাম পেটে ততটা কঠোর নয় এবং শুকনো বাদামের তুলনায় কম ফেলা বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। ভিজিয়ে রাখা ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে, একটি অ্যান্টি-নিউট্রিয়েন্ট যা খনিজ শোষণে বাধা দিতে পারে। উপরন্তু, ভেজানো বাদাম আরও পুস্তিকর বলে পরিচিত। ভেজানোর প্রক্রিয়াটি আরও বেশি পুষ্টি মুক্ত করতে পারে, সেগুলিকে আপনার শরীরে আরও জৈব উপলভ্য করে তোলে। কিছু লোক দাবি করে যে ভেজানো বাদামগুলি বাদাম দুধে মেশানো বা রেসিপিগে অন্তর্ভুক্ত করা নরম এবং সহজ। স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভাল? শুকনো না ভেজানো বাদাম: শুকনো বাদামে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে আর পেট বা হজমের কোনো সমস্যা থাকলে বাদাম ভিজিয়ে খেতে পারেন। এতে হজমে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন।

বোমের মতো ফেটে যাবে মিস্ত্রার গ্রাইন্ডার

আজকাল এই কর্ম ব্যস্ত জীবনে মিস্ত্রার খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস, যা প্রায় অনেকের রান্নাঘরেই থাকে। আগে কোনও মশলা বাটার হতেই শিল-নোড়া ব্যবহার করা হত। এখন সেই কাজকেই অনেক সহজ করে তুলেছে মিস্ত্রার। তবে মিস্ত্রার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। অনেক দাম দিয়ে মিস্ত্রার কেনার পর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে খারাপ আর কীই বা হতে পারে। তাই মিস্ত্রার ব্যবহার করার সময় বিশেষ কিছু বিষয় নজরে রাখা খুব দরকার। আপনাকে এমন কিছু টিপস জানানো হবে, যাতে আপনি জেনে যেতে পারবেন যে মিস্ত্রার ব্যবহার করার সময় কী কী বিষয়ে প্রয়োজন। আর কী কী করা উচিত নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে দীর্ঘদিন আপনার মিস্ত্রাকে ভাল রাখবেন। আইস কিউব মিস্ত্রারের ব্লেন্ডের জন্য খুব খারাপ। বরফের কিউবগুলি পাথরের মতো শক্ত হয়, তাই ব্লেন্ডটি ভেঙে যেতে পারে। কখনও কখনও ব্লেন্ডটি বেকিং ওয়েতে পারে। ফলে তা পাস্টাতে আবার আপনাকে অনেক টাকা



খরচ করতে হবে। বড় কোনও জিনিস দেবেন না: আপনার মনে হতে পারে, বড় মশলার টুকরো দিলে, তা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো করে দেবে। কিন্তু এর ফলে আপনি বিপদে পড়বেন। যখনই মিস্ত্রারের সুইচ অন করবেন, তখনই ব্লেন্ডে চাপ পড়বে। আর তা ঘুরতে চাইবে না। ফলে মিস্ত্রারটি গরম হয়ে গিয়ে তা ফেটেও যেতে পারে। তবে আপনি চাইলে প্রথমে মশলাগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে তারপর মিস্ত্রারে দিয়ে দিতে পারেন। এতে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। ফল বীজ সমেত দেবেন না:

বড় বীজের যে কোনও ফল মিস্ত্রারে দেবেন না। এতে ব্লেন্ডের উপর চাপ পড়ে। ব্লেন্ডে বীজ আটকে গেলে ফলক ভেঙ্গে যেতে পারে। আপনি যদি এই জাতীয় ফল যোগ করেন, তবে মনে রাখবেন যে আগেই বীজগুলি বের করে ফেলতে হবে। কোনও গরম জিনিস দেবেন না: মেশিনে হয়ে গিয়ে তা ফেটেও যেতে পারে। প্রায়শই অনেকে পেঁয়াজ এবং টমেটো ভেজে গ্রেভি তৈরি করার জন্য মিস্ত্রারে সেই গরম জিনিস দিয়ে দেয়। এতে মিস্ত্রার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তা গরম হয়ে গিয়ে ফেটে যেতে পারে।

শুধু তাজা ফল-সবজির উপর জোর দিলে

চলবে না, রোজ খেতে হবে এই পাঁচ বীজও

রোগের সংখ্যা কমাতে গেলে ডায়েটের উপর জোর দিতে হয়। কারণ খাবারের মাধ্যমে আমরা সহজেই দেহে পুষ্টির জোগান দিতে পারি। তাই



পুস্তিকর খাওয়া-দাওয়া সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য একান্ত জরুরি। পুস্তিকর খাবার হিসেবে সবসময় তাজা ফল ও সবজির উপর জোর দেওয়া হয়। ফল ও সবজির পাশাপাশি বাদামও স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। একইভাবে, বেশ কিছু বীজ রয়েছে, যা রোগের ডায়েটে রাখা দরকার। বীজ গোটা শস্য পরিবারের অন্তর্গত। অর্থাৎ ফাইবার, প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও মিনারেলের পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু কোন-কোন বীজ রোজ খাবেন জানেন? রইল ৫ সুপারফুডের সন্ধান। কালো-সাদা মেশানো ছোট চিয়া সিড পুষ্টিতে ভরপুর। চিয়া সিডের মধ্যে ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন ও বিভিন্ন ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে। রক্তে

শর্করার মাত্রা ও কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ওজনকে বেশি রাখে চিয়া সিড। বাদামী রঙের ফ্ল্যাক্স সিড ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলের পরিপূর্ণ। এই বীজ রোজ খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমেবে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমেবে। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও মুক্তি পাবেন। কুমড়োর দানা স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারেন। কুমড়োর দানার মধ্যে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এটি ইনসুলিনের মাত্রা ও হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং ঘুমকে প্রচারিত করতে সাহায্য

করে। বার্গারের উপর তিলের বীজ ছড়িয়ে খান? বার্গার স্বাস্থ্যকর না হলেও এই তিলের বীজ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই বীজের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ফাইবার ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। ওজন কমানোর পাশাপাশি শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে তিলের বীজ। সূর্যমুখীর বীজ ভিটামিন ই, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম ও সেলেনিয়ামে পরিপূর্ণ। স্বকের মধ্যে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে কুমড়োর দানা। এই বীজ আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

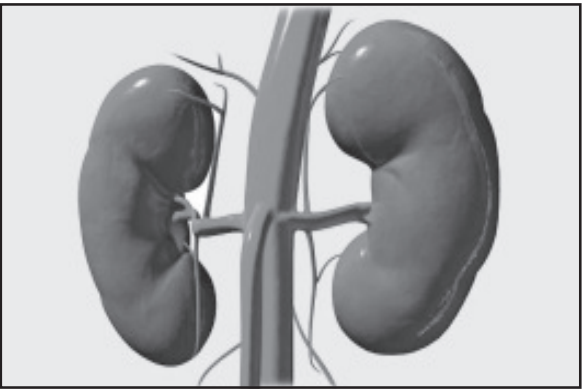
আপনার কিডনি ভালো আছে কি- না

বুঝতে পারবেন প্রস্রাবের ধরন দেখলেই

কিডনি মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি। এর কোনো সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়ে সারা শরীরে। এমনকি মূত্রাণুক্রিয়ও থাকতে পারে। তাই কিডনির কোনো ধরনের সমস্যাকেই অবহেলা করা যাবে না। আর কিডনির সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রস্রাবে। এছাড়া জটিলতার সৃষ্টি হয়- বারবার প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব ক্রিয়ার না হওয়া, রাতে বারবার ঘুম থেকে প্রস্রাবের জন্য উঠা, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ যাওয়া, রক্ত বের হওয়া, প্রস্রাবে ফেনা হওয়া, পাথরের গুঁড়া বের হওয়া বা, তলপটে ও পাজরে

অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। এসব সমস্যাকে সাধারণ ভেবে অনেকেই এড়িয়ে যান। তবে কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাবে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেটি কিন্তু মোটেও অবহেলা করবেন না। প্রাথমিকভাবে কিডনির অসুখ শনাক্ত করা গেলে তা প্রতিরোধও করা সম্ভব। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাবে কী কী ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়- বারবার প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব ক্রিয়ার না হওয়া, রাতে বারবার ঘুম থেকে প্রস্রাবের জন্য উঠা, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ যাওয়া, রক্ত বের হওয়া, প্রস্রাবে ফেনা হওয়া, পাথরের গুঁড়া বের হওয়া বা, তলপটে ও পাজরে

কিডনি সমস্যার লক্ষণ। অন্যদিকে দিনে ২-৩ বার ও রাতে শোয়ার আগে ২-৩ বার প্রস্রাব হওয়াটা স্বাভাবিক। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ৪-৫ বার প্রস্রাব হওয়াটা স্বাভাবিক। এমন ব্যক্তির সূস্থ।





CMYK

আগরগুণ আগরতলা ২০ জুলাই, ২০২৬ ইং, ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার

জেলাইবাড়ী বিধানসভার চরনপাই এলাকায় সেতুর দাবিতে সরব বাসিন্দারা, দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দুর্ভোগের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের চরনপাই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি সেতুর অভাবে চরম যাতায়াত সমস্যায় মুখে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রায় সাত বছর ধরে সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন স্কুল, বাজার, হাসপাতাল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জেলাইবাড়ী বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ (নোয়াতিয়া নির্বাচনের আগে এলাকার উন্নয়নের একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। তাঁদের দাবি, বিধানসভার সার্বিক উন্নয়নের প্রত্যাশায় তাঁরা বর্তমান জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু মৌলিক সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, চরনপাই এলাকায় সেতু না থাকায় বর্ষাকালে সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। জরুরি প্রয়োজনে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পৌঁছানো এবং সাধারণ মানুষের বাজারে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সেতু নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে সরকারীমাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত সেতু নির্মাণের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

বাসিন্দাদের দাবি, প্রজ্ঞাতি সেতুর এক পাশে রয়েছে মুন্সীরপুর আরডি রুকের পঞ্চায়েত এলাকা এবং অন্য পাশে রয়েছে কলসীরমুখ এডিসি ডিলেজ। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও এডিসি এলাকার সীমানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ (নোয়াতিয়া বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন স্থানীয়দের নজর, দীর্ঘদিনের এই সেতু-সমস্যার সমাধানের রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দফতর আদৌ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না।

সমীক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে নেতাজিকে অবমাননার অভিযোগ, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি ফরওয়ার্ড ব্লকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সমীক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানাল অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। রবিবার আগরতলায় দলের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজিকে নিয়ে করা মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বিজেপির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সদস্য রঘুনাথ কলিকোটে ও পার্থ রঞ্জন সরকার। তাঁদের দাবি, গত ৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সমীক ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনায় তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বের অভিযোগ, দেশের অন্যতম মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, এই ধরনের মন্তব্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও জাতীয় বীরদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বিজেপি নেতৃত্বের উচিত এই ঘটনার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ জাগরণ
 জরুরী পরিশেষা
হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬৩৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চকুবান্ড : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৯৯৮৯৯৬৩৬ ব্রু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ন ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৭৫০১১৬/সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৪৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শজদন সংঘ : ৯৮৬২৯০৭৮০, প্রান্তিক সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্রাদ বান্ড : জিবি : ২৩৫-৬২৮৬ (পি বি এন্ড), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শ্ববাবী য়ান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড য়ুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৮৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬০২৪২, সরযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্রু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ৮৯৮১৯৪৫৯৯৮, কুজবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায়মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগস্তক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৫৯৬৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুজবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগুপ্ত বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৭৫০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১১০২, ২৩৪-৪০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৩৬, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪১৫১।

CMYK

দিব্যাস্জজনদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়ণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমানভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই: ত্রিপুরা সত্তাবনা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি রাজ্য। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য এগিয়ে চলেছে। তবে প্রকৃত উন্নয়নের পরিমাণ হবে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ণন কতটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে তার উপর। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবর্ষিকী ভবনের ১নং হলে দিব্যাস্জজনদের কল্যাণে আয়োজিত তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচি ‘অন্তরীপ ১.০’ এর উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্ড্রসেনা রেডি নাঙ্গু। দ্য স্মাইল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দিব্যাদ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়ণের জন্য তহবিল সংগ্রহ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, দিব্যাস্জজনরা সমাজের বোঝা নন বরং আমাদের শক্তি। দিব্যাস্জজনদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়ণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমানভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সপ্‌ উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ (দিব্যাস্জজন)-২০২৪ এর উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, এটি একটি যুগান্তকারী নীতি, যার লক্ষ্য এমন একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলো, যেখানে দিব্যাদ ব্যক্তিরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমঅধিকারভিত্তিক অংশীদার হতে পারবেন। তিনি বলেন, সরকার কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে অগ্রসর হয়েছে, যাতে মর্যাদা, সমান সুযোগ, সহজপ্রাপ্যতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়। রাজ্যপাল বলেন, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি যোগ্য দিব্যাদ ব্যক্তিকে ইউনিক ডিজঅ্যাবিলিটি আইডেন্টিটি (ইউডিআইডি) কার্ড প্রদান, যাতে তারা প্রাপ্য সরকারি সুবিধা পান। দিব্যাস্জজনদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করতে মাসিক সামাজিক ভাতা প্রদান ইত্যাদি।

ষেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অবদানের প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেন, দিব্যাস্জজনদের কল্যাণে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সেসবরকারি ষেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) যে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি সংস্থা দিব্যাদ শিশুদের জন্য চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করেছে। ন্যাশনাল ট্রাস্টের অধীনে স্টেট নোডাল এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং বৃত্তি, পূর্ববাসিন পরিষেবা ও আশ্রয়গৃহের সুবিধা প্রদান করছে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির অবদান অত্যন্ত মূল্যবান।

রাজ্যপাল ‘অন্তরীপ ১.০’ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য দ্য স্মাইল ফাউন্ডেশনের তৃদ্বীপী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দিব্যাস্জজনদের কল্যাণ, ক্ষমতায়ন ও সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্মিলিত সামাজিক দায়বদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ন্যায়িক সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগে অব্যাহতভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচৈতক ও বিধায়ক কল্যাণী রায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দিব্যাদ ব্যক্তিদের সহায়তায় আরও বেশি জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহানুভূতিশীল উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দ্য স্মাইল ফাউন্ডেশনের সদস্য পুষ্পিতা দাস। তিনি ‘অন্তরীপ ১.০’-এর উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে রাজ্যপাল দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর শহিদ সঞ্জয় দেবনাথ, শহিদ প্রশান্ত দেব এবং শহিদ শুভেন্দ্র ভৌমিকের পরিবারের সদস্যদের সর্বাধিকৃত করেন। এছাড়াও দেশের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সাদেসী সঙ্গস্য ডিলিপ ঠাকুরীকেও তিনি সম্মাননা প্রদান করেন। ত্রিপুরার প্রথম এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলার বিপাশা হাংখলকেও তাঁর অসাধারণ সাফল্য এবং রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য সংবর্ধিত করা হয়। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে কর্মদিবস ও মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত, কৃষপুরে বিজেপির ধন্যবাদ র্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুলাই: ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে গ্রামীণ শ্রমিকদের কর্মদিবস ১০০ থেকে ১২৫ দিনে উন্নীত করা এবং দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার ২৯ কৃষপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ধন্যবাদ র্যালি ও সভার আয়োজন করে বিজেপি।

২৯ কৃষপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এবং বিজেপির ১৮ মুড়া শক্তিকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় মুন্সিয়াকামির আঠারামুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪৩ মাইল এলাকায় একটি ধন্যবাদ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিতে জনজাতি যুবনেতা বিষ্ণু জমতিয়া-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী, সর্মথক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। ৪৩ মাইল এলাকা থেকে শুরু হওয়া র্যালিটি আঠারামুড়া পাহাড় সংলগ্ন পথ এবং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে সংশ্লিষ্ট শক্তিকেন্দ্রে এসে শেষ হয়। র্যালিকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সর্মথকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও চাকমাঘাটে ২৯ কৃষপুর মণ্ডল কার্যালয়কে কেন্দ্র করে আরেকটি ধন্যবাদ র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়। মণ্ডল কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া র্যালিটি জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় কার্যালয়ে ফিরে আসে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী তথা ২৯ কৃষপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধানসভা বিজয় বিকাশ দেবর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস সরকার, সাধারণ সম্পাদক মদন সাহা এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃ।

সভায় বক্তারা দাবি করেন, কর্মদিবস বৃদ্ধি এবং দৈনিক মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্তে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে। জনজাতি যুবনেতা বিষ্ণু জমতিয়া বলেন, বর্তমান সরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং ভি বি —জি রাম জি প্রকল্প সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মন্ত্রী বিকাশ দেবর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে এতের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাঁর দাবি, কর্মদিবস ১২৫ দিনে উন্নীত করা এবং দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণের ফলে গ্রামীণ শ্রমিকরা সারসরি উপকৃত হবেন। পাশাপাশি মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্র সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। সভার শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্র সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপস্থিত বিজেপি নেতারা। এদিনের ধন্যবাদ র্যালি ও সভাকে ঘিরে ২৯ কৃষপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী-সর্মথকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শ্রী জগন্নাথ জিউ মন্দিরে পাঁচদিনব্যাপী ধর্মসভার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৯ জুলাই: আজ বঙ্গদায় রথযাত্রা উপলক্ষে আগরতলার শ্রী জগন্নাথ জিউ মন্দিরে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী ধর্মসভার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্ড্রসেনা রেডিন নাঙ্গু। এই ধর্মসভা আজ থেকে শুরু হয়ে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্ড্রসেনা রেডি নাঙ্গু বলেন, ধর্মসভা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানের উৎসব নয়, এটি আত্মসমীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। তিনি বলেন, রথযাত্রা ভগবান শ্রীজগন্নাথের মন্দির থেকে তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে চিরন্তন যাত্রার প্রতীক। রাজ্যপাল আরও বলেন, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ঝঠ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ঈশ্বরপন্থের বাণী জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ অতিক্রম করে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মনশ্রীকে বাঁচাতে প্রয়োজন ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার ইনজেকশন, রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই: দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুকন্যা মনশ্রীর জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ ইনজেকশন। এই বিপুল অর্থ সংগ্রহে রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর কাছে আত্মরিকভাবে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন মনশ্রীর বাবা ধ্রুব চৌধুরী।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধ্রুব চৌধুরী জানান, দিল্লির এইমসের চিকিৎসক ডা. শেফালী গুলাটির পারামর্শ অনুযায়ী মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ইনজেকশনের মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে বা বিভিন্ন মহলে ইনজেকশনের মূল্য ৯ কোটি টাকা বলে যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। প্রকৃত মূল্য আরও অনেক বেশি। তিনি আরও জানান, সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ৪ কোটিরও বেশি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চিকিৎসা সম্পন্ন করতে এখনও বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, মনশ্রীকে এই ইনজেকশন দেওয়ার কাজ হাতে মাত্র এক মাস সময় রয়েছে।

ধ্রুব চৌধুরী বলেন, সময়মতো চিকিৎসা না হলে শিশুকন্যার জীবন সংকট আরও বাড়তে পারে। তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্যবাসী ও দেশের সকল শুভনাথ্যায়ীর কাছে তিনি আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে মনশ্রীর চিকিৎসা সম্পন্ন করা যায়।

পরিবারের আশা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতায় এই ঠাটন লাভইয়ে মনশ্রী নতুন জীবন ফিরে পাবে।

বিল না মেটানোয় দুই বছর ধরে বন্ধ পানীয় জল প্রকল্পের কাজ, ডি.ডব্লিউ.এসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মান্দাইয়ে

আগরতলা, ১৯ জুলাই: দীর্ঘ দুই বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি পানীয় জল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ। অভিযোগ, বিল পরিশোধ না হওয়ায় ডি.ডব্লিউ.এস (জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল দপ্তর)-এর অর্থায়নে শুরু হওয়া ওয়াটার পাম্প নির্মাণের কাজ মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের হরেকৃষ্ণ গ্রামে তাঁর ক্ষোভের দপ্তর ও পানীয় জল দপ্তর-এর অর্থায়নে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রকল্পটি আর এগোয়নি। ফলে এখনও বিস্কুদ পানীয় জলের জন্য চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঠিকাদার সংস্থার বিল দীর্ঘদিন ধরে মেটানো হয়নি বলেই নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। অথচ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বছরের পর বছর অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ঘটনায় ডি.ডব্লিউ.এসের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাদের দাবি, অবিলম্বে বকেয়া বিল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করা হোক এবং দ্রুত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করে এলাকাবাসীর জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। এছাড়াও, স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না দেবর্মা এবং এমডিসি জগদীশ দেববর্মার কাছে গ্রামবাসীরা আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিষয়টি ব্যতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পরিবেশ রক্ষায় সবুজ বার্তা, ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব উপলক্ষে আগরতলায় সাইকেল র্যালি

আগরতলা, ১৯ জুলাই: পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব উপলক্ষে রবিবার আগরতলার হেরিটেজ পার্ক প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র্যালির আয়োজন করে ত্রিপুরা বন দপ্তর।

এই সাইকেল র্যালির শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের বনমন্ত্রী অনিমেঘ দেববর্মা। তিনি সবুজ পতাকা দেখিয়ে র্যালির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের উর্ভতন আধিকারিক, বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

বনমহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বনকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৫৪ জন অংশগ্রহণকারী সাইকেল র্যালিতে শামিল হয়ে পরিবেশ রক্ষা, বন সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বনমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ভাবসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বন সংরক্ষণে সকলের সচিব্রত সর্পিলাত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। বনমহোৎসবের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। ত্রিপুরা বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সাইকেল র্যালি পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বন সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, থানায় মামলা না নেওয়ার দাবি; মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জুলাই: স্বামীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, শারীরিক নির্যাতন এবং ছিড়িয়া বিব্রের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ মামলা করলেন এক গৃহবধূ। রবিবার বাসদামাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কৃষ্ণ সংঘ এলাকার বাসিন্দা ববিতা দেবনাথ অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর অত্যাচারের শিকার হওয়ার পর তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

সবিতা দেবনাথের অভিযোগ, স্বামী বিকাশ দেবনাথ একাধিকবার তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, একসময় তাঁর শরীরে আণ্ডন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁদের ১০ বছরের সন্তানকেও মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী, বর্তমানে তিনি বাবার বাড়িতে থেকে বাড়ি বঁধে জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন করছেন। তাঁর আরও দাবি, প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন আগে তাঁর স্বামী ছিড়িয়া বিয়ে করেছেন। বিষয়টি জানানর পর শনিবার রাতে ভাই ও আত্মীয়দের নিয়ে তিনি মেলাধর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা নেননি বলে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, থানার এক পুলিশ আধিকারিক তাকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দেন। রবিবার সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে ববিতা দেবনাথ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার আবেদন জানান। তিনি বলেন, নিজের এবং দুই সন্তানের জীবন নিয়ে তিনি অত্যন্ত রেলমুগ্ধ এবং প্রশংসনের কাজে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিব্যক্ত বিকাশ দেবনাথের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একইসঙ্গে মেলাধর থানার পক্ষ থেকেও অভিযোগগুলি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

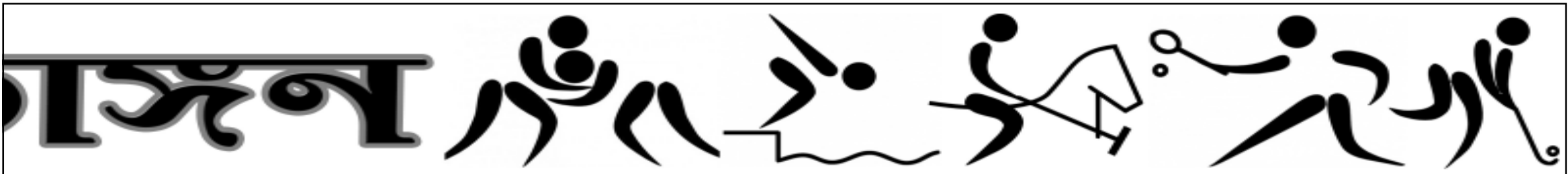
বেহাল জাতীয় সড়ক, বড় বড় গর্তে নাজেহাল যাত্রী, উঠছে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই: ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং রাজ্যের ‘লাইফলাইন’ হিসেবে পরিচিত জাতীয় সড়ক-৮ –এর মুন্সিয়াকামি বাজার থেকে ৪৮ চামলছড়া পর্যন্ত অংশের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কোর লেন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও রাস্তার একাধিক অংশে বড় বড় গর্ত, উঠে যাওয়া পিচ এবং অসমতল রাস্তার কারণে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে যাত্রী ও গাড়িচালকদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলাকালীন সময় থেকেই নির্মাণের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বর্তমানে সেই আশঙ্কাই যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও আবার রাস্তার উপরিভাগ জেড়ে পড়ায় যান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে গর্তে জমে থাকা পানি সমস্যা আরও বাড়ছে। বিশেষ করে রাাতের অন্ধকারে গর্ত চিহ্নিত করা কঠিন হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চলাচলকারী গাড়িচালকদের দাবি, ছোট গাড়ি, যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে পণ্যবাহী ট্রাকসব ধরনের যানবাহনকেই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার অংশ এড়িয়ে চলতে গিয়ে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে যানবাহনের যন্ত্রাংশও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, আধুনিক প্রযুক্তিতে রাস্তা নির্মাণের দাবি করা হলেও বাস্তবে কাজের মান নিজে গুরুতর প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাস্তা তৈরির অ



ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পশ্চিম জেলা বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। পশ্চিম জেলা বডি বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা প্রথমবারের মতো রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর নজরুল কলা ক্ষেত্রে এই আসর হয়। এতে

জুনিয়র, সিনিয়র ও ম্যান ফিজিক্স এই তিনটি বিভাগে জেলার প্রায় ৫০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আসরে

খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা ও আর্থিক বৃত্তি তুলে দেয়া হয়। সংবর্ধিত তিন খেলোয়াড় হলেন – আন্তর্জাতিক জিমনার্স্ট শ্রেয়াংগী রায়, আন্তর্জাতিক স্পোর্টস মডেল ফিজিকে

পদকজয়ী রীতা নাগ ও জাতীয় গ্র্যান্ডপলিং-এর পদকজয়ী রাজমী মলসুম। প্রথম দুজনকে ১০ হাজার টাকা করে এবং শেষের জনকে ৫ হাজার টাকা দেয়া হয়। আর্থিক বৃত্তি সম্পদর করেন সমাজসেবী অভিজিৎ দাস। পরে জুনিয়র ও সিনিয়র দুই বিভাগে হয় প্রতিযোগিতা। আসরের উদ্বোধনীতে ছিলেন দ্রোণাচার্য কোচ বিশেষ্বর নন্দী, ক্রীড়া পর্যদ সচিব সুকান্ত ঘোষ ও ত্রিপুরা ওয়েট লিফিং সংস্থার সচিব দুলাল কর্মকার। স্বাগত ভাষন দেন ত্রিপুরা বডি বডি বিল্ডিং ও ফিটনাস সংস্থার সভাপতি তনয় দাস। আসর সূচী ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পশ্চিম জেলা বডি বডি বিল্ডিং ও ফিটনাস সংস্থার সম্পাদক রাঞ্জী দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান।

র‍্যাপিড দাবায় দাপট দেখালো মেট্রিক্স একাডেমির দাবাড়ুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। র‍্যাপিড দাবা আসরে দাপট দেখালো ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ুরা। আসরে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির ১৭ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ১৫ জন দূরপূ পারফরমেন্স করে পুরস্কার জয় করে নেন। দুর্দিন ব্যাপী আদি এন্ড দিয়া কিডস ফান জোন দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয় রবিবার। কুশলগণের মাগনেটে ক্লাব শেংগ এন্ড সেন্টারে এদিন হয় শেষ ও রাউন্ডের খেলা। বিকেলে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন মানাধাবিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অরিন্দম

লোধ, রাজা দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, কার্যক্রমী সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু এবং টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর অর্চনা জৈন। আসরে উন্মুক্ত বিভাগে প্রথম তিনটি স্থান দখল করে যথাক্রমে শিবাব্রিত্তা দেবনাথ, আরাধ্যা চৌধুরী এবং ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর অভিরংপ গুপ্ত। এছাড়া অনূর্ধ্ব ৭ বালক বিভাগে আভিরাজ পাল, আধিরাজ দত্ত, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর রিহান চক্রবর্তী, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর স্নেহাংগু দেব, মুগাক্ষ দেবনাথ, বালিকা বিভাগে সমৃদ্ধিরায়, তিস্তা ভৌমিক, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর

অনুশ্মিতা দেববর্মী, অরিশা ঘোষ, আদবিকা বাসু রায়, অনূর্ধ্ব নয় বালক বিভাগে বিশাল সাহা, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর রচিত ঘোষ, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর রত্নভিক্তি ঘোষ, প্রব্রশ্রয় পাল, অস্মিতানা দাস, বালিকা বিভাগে অভিজ্ঞা সাহা, দেবশ্রী পাল, দক্ষিণী নাগ, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর অভিরংপা দাস, আরাধ্যা চৌধুরী, অনূর্ধ্ব ১১ বালক বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর আরিয়াদিতা সাহা, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর বৈদিক সাহা, অর্ধ্য দাস, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর দেবদ্বিজুর বিশ্বাস, বালিকা বিভাগে

ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর ডিভ্যামিশি দত্ত, প্রহসিতা দাস, অরিত্রিকা সেন, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর সানভি ভৌমিক, আরাঙ্কা ঘোষ, অনূর্ধ্ব ১৩ বালক বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর প্রিয়াংগু বিশ্বং, রত্নভিক্তি নন্দী, শ্রেনন দত্ত, সর্বাভিক্তি থাপা, ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর দিপেন্দু বসু, বালিকা বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর দীপাঙ্কিতা চক্রবর্তী এবং শ্রুতি ওপ্তা। খেলা পরিচালনা করেন জাতীয় পর্যায়ে সুবীর দেব। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষে অর্চনা জৈন জানান, প্রতিবছরই আসরটি করার চেষ্টা করবেন তিনি।

বি-ডিভিশন ফুটবল : গোলশূন্য ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগ করল মৌচাক ক্লাব ও ত্রিপুরা পুলিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আজকের বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচটি গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। উ মাঝসুত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় শুরু হওয়া এই ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মৌচাক ক্লাব ও ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। মাঠের

লড়াইয়ে দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেলেও, শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষই প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেঙে গোল করতে পারেনি। হাড্ডাহাড্ডি এই ম্যাচে রেফারীদের বেশ ব্যস্ত সময় পার করতে হয় এবং ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন আদিত্য দেববর্মী, খোকন সাহা, অভিজিৎ দাস ও অরিন্দম মজুমদার। খেলার মাঠে নিয়মভঙ্গের কারণে ত্রিপুরা পুলিশ দলের

কেলভিন ডারলং ৩৪ মিনিটে এবং জোসেফ ডারলং ৬২ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন। অন্যদিকে মৌচাক ক্লাবের কর্ণ কলইই খেলার ৪৬ মিনিটে রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ডের মুখে পড়েন। চলতি টুর্নামেন্টে এটি ছিল দু'দলেরই দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে গত ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত নিজেদের প্রথম খেলায় উভয় দলই ড্র করে মাঠ ছেড়েছিল। প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাব ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে

২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে এক পয়েন্ট অর্জন করেছিল। ঠিক একইভাবে, ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবও এই একই দিনে বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩ গোলেও রোমাঙ্কর ড্রয়ের পর পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। পর পর দুই ম্যাচে ড্র করার ফলে টুর্নামেন্টের টেবিলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার লড়াইয়ে দুই দলই এখন পরবর্তী ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সাকার হাটট্রিক, এমবাপের জোড়া গোলে রেকর্ড! ১০ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ফ্রান্সকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতল ইংল্যান্ড

দুই কোচই বলেছিলেন, এই ম্যাচ খেলতে চাননি তারা। কিন্তু সেই ম্যাচই যে চলতি বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ হয়ে দাঁড়াবে, তা কি তারা ভেবেছিলেন? নিশ্চয়ই না। ভারেননি ফুটবল ভক্তরাও। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের এই ম্যাচে ১০ গোল হল। হাটট্রিক হল। বিশ্বরেকর্ড হল। আর কী চাই? তবে শেষ হাসি হাসল ইংল্যান্ড। ফ্রান্সকে ৬-৪ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে সম্ভ্রুত থাকতে হল তাদের। শেষ ম্যাচে হেরে অবসর নিলেন অধিনায়ক ও কোচ হিসাবে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতানো দিদিয়ের দেশে। দু'দলের প্রথম একাদশেই ছিল সাভাটিক করে বল। বেশি অঝা করেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। দুই সেরা গোলদাতা হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যামকে ছাড়াই দল নামান তিনি। বদলে মেনে গোলরক্ষকও। বেলিংহ্যামকে পরে নামালেও কেন এই ম্যাচে খেললেন না। ফলে সোনার বুটে দৌড়ে আর থাকা হল না তাঁর।

যে ফ্রান্সকে এ বারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল মনে হচ্ছিল, তাদের রক্ষণের প্রথমার্ধে কাঁপিয়ে দিল ইংল্যান্ড। কেন, বেলিংহ্যামকে ছাড়াই। প্রান্ত ধরে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনলেন বুকায়ো সাকা। এই ফুটবলারকে সেমিফাইনালে খেলার সুযোগই দেননি টুখেল। যেমন দেননি মার্কাস রাসফোর্ডকেও। অথচ, এই দুই ফুটবলারই ফ্রান্সের রক্ষণকে ব্যতিভা করে রাখলেন। খেলা শুরু ২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের মাথায় প্রথম গোল। সেই শুরু। প্রথম গোল হল ৯৮ মিনিটে। ডেজিরে ডুয়ের ভুল পাস ধরে অনেকটা দৌড়ে বক্সের বাইরে থেকেই ডান পায়ে জোরালো শট মারেন ডেকলান রাইস। ফরাসি গোলরক্ষক মাইক মাইগনান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলেন। প্রথমার্ধ জুড়ে ফ্রান্সকে নিয়ে ছেলেখেলা করল ইংল্যান্ড। ১৮ মিনিটে রাইসের কর্নার থেকে হেডে দ্বিতীয় গোল এজরি কনসার। যত বার ইংল্যান্ড আক্রমণে উঠছিল মনে হচ্ছিল গোল হবে। রক্ষণ পুরো বদলে দিয়েছিলেন দেশ। ফ্রান্সের পরিবর্ত খেলোয়াড়েরা হতাশ করলেন। মনে হচ্ছিল, পাড়ার ফুটবলেও এত খারাপ ডিফেন্স হয় না। ৩৭ মিনিটের মাথায় ফরাসি রক্ষণকে নাচিয়ে প্রথম গোল করলেন সাকা। তাতে অবশ্য রাশফোর্ডের কৃতিত্ব অনেকটাই। ফ্রান্সের গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারদের নাচিয়ে সাকাকে বল দিলেন। তিনি গোল করলেন। বিরতির ঠিক আগে

সাকার দ্বিতীয় গোল ফরাসি রক্ষণের কঙ্কালসার চেষ্টায় দেখিয়ে দিল। মাঝমাঠ থেকে এবারেটি এজের পাস ধরে ঠাঙ্গা মাথায় গোল করলেন সাকা। ডিফেন্ডারদের দেখে মনে হচ্ছিল, কিছুই বঝতে পারছেন না। নিজের জায়গাতেই ছিলেন না তাঁরা। ৪০-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফ্রান্স কোনও দিন চার গোলে পিছিয়ে যায়নি। দেখে মনে হচ্ছিল, প্রথমার্ধেই খেলার ফয়সালা করে ফেলেছে ইংল্যান্ড। তখনও জানা ছিল না, দ্বিতীয়ার্ধে এত নাটক অপেক্ষা করছে। পরিবর্তদের সরিয়ে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চার নিয়মিত ফুটবলার নামালেন দেশ। উসমান দেশ্বেলে, ব্র্যাডলি বাকেলি, ডায়েট উপামেকানো ও লুকাস ডিগনেকে নামাতেই খেলা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। ৪৮ মিনিটে প্রথম গোল শোখ করল ফ্রান্স। করলেন সেই কিলিয়ান এমবাপে। প্রথমার্ধে দু'একটি শট মারা ছাড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁকে। দ্বিতীয়ার্ধে বলল হতেই সচল হলেন তিনি। মাইকেল ওলিগের পাস ধরে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসনকে পরাস্ত করেন তিনি। সেই গোল করে মেসিকে ঝুঁয়ে ফেলেন এমবাপে। ৬৬ মিনিটের মাথায় এমবাপের দ্বিতীয় গোল। আবার বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন তিনি। সেইসঙ্গে ভেঙে ফেলেন মেসির রেকর্ড। বিশ্বকাপে এটি এমবাপের ২২ নম্বর গোল। মেসি ২১টি গোল করেছেন। পাশাপাশি চলতি বিশ্বকাপের সোনার বুটের লড়াইয়েও এগিয়ে গিয়েছেন এমবাপে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে মেসিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। চলতি বিশ্বকাপে এমবাপের গোলের সংখ্যা ১০। মেসির ৮। মেসির সমান চারটি আসিস্টও রয়েছে তাঁর। এমবাপের জোড়া গোলের মাঝে ৫৪ মিনিটের মাথায় একটি গোল করেন বাকেলি। তার পাসও দেন এমবাপে। প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড ঠিক যা যা করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সও তাই করছিল। প্রান্ত ধরে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনছিল। আর তাতেই বার বার ভেঙে পড়ছিল ইংল্যান্ডের রক্ষণ। ইংরেজ ফুটবলারদের ক্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার মাঝেই একে ও জেড স্পেন্স ব্যক্তিগত দক্ষতায় কয়েক বার বল নিয়ে ফ্রান্সের বক্সের কাছে গেলেও গোল করতে পারেননি।

প্রাক্তন ফুটবলার মানিক ভট্টাচার্যের প্রয়াণ, ক্রীড়ামহলে

শোকের ছায়া
ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজ্যের ক্রীড়ামহলে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার মানিক ভট্টাচার্য। স্বল্পদিন রোগভোগের পর গত রবিবার তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি পরিবারে স্ত্রী এবং এক মাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গন তথা ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ফুটবলার হিসেবে মানিক ভট্টাচার্যের ক্যারিয়ার ছিল বেশ উজ্জ্বল। স্কুল জীবনে বোধজ্ঞ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হয়ে মাঠ কাঁপানোর পর, ১৯৬৯ সালে টাউন ক্লাবের জার্সি গায়ে আগরতলা লীগ ফুটবলে তাঁর অভিষেক ঘটেছিল। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক সুরত দত্ত চৌধুরী এবং সচিব রূপক সাহার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রয়াত ফুটবলারের রামনগরস্থিত বাসভবনে গিয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে পাঠানো এক শোকবার্তায় এই খবর জানানো হয়েছে।

বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগই নেই!

আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে নতুন ফরম্যাট ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। তবে তার জন্য বিস্তর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে জয় শাহর আইসিসিকে। নতুন কাঠামো ১৪টি দল বিশ্বকাপে সুযোগ পেলেও মূল পর্বে সরাসরি খেলতে পারবে না সবাই। যোগ্যতা অর্জনকারী সর্বনিম্ন ঋক্ষিয়ার তিন দলকে খেলতে হবে ‘সুপার সিরিজ’। সেখান থেকে মাত্র একটি দল মূল পর্বে সুযোগ পাবে। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস, নামবিয়ার জেরহাড ইরাসমাস ও স্কটল্যান্ডের রিচি বেরিংটনরা ডাচ অধিনায়ক এডওয়ার্ডস বলেন, “যে কোনও দেশই চায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে। সেখানে সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই বড় সাফল্য। বছরের পর বছর পরিকল্পনা করার পর সেই সুযোগ পাওয়া যায়। তবে শেষ পর্যন্ত এর বাস্তবতা বদলে যাওয়াটা অত্যন্ত হতাশাজনক। আইসিসি বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত সহযোগী দেশগুলোর জন্য বিশ্বের সেরাদের বিপক্ষে খেলার সুযোগ আরও কঠিন করে তোলে।”

কোচকে বিদায়ী উপহার দিতে না পেরে হতাশ এমবাপে

ইংল্যান্ড যখন তৃতীয় গোলটি করল, টিভি ক্যামেরা তাক করা হলো কিলিয়ান এমবাপের দিকে। হতাশা আর বিরক্তিতে স্ক্র কঁচকে ঠায় দাঁড়িয়ে তিনি। পরে চতুর্থ গোলটিও যখন করলেন ইংলিশরা, এমবাপের টোঁটের কোণে দেখা গেল হাসির রেখা। হয়তো অসহায়ত্বের হাসি! কোচ দিদিয়ো দেশৌ তখন ডাগআউটে বসে এক দৃষ্টিতে মাঠে তাকিয়ে স্তম্ভিত চেয়ারায়। প্রথমার্ধ শেষে বিরতকর পরাজয়ের খড়গ অপেক্ষা করছিল ফ্রান্সের সামনে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে তারা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ম্যাচটি জিততে পারেনি তারা। ফ্রান্সের মতো দলের জন্য ফাইনালে উঠতে না পারা মানেই বড় ব্যর্থতা। সেখানে তারা হেরে গেল শেষটাতেও। কোচের বিদায়টা রাঙাতে না পারায় আক্ষেপে পুড়ছেন এমবাপে। বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটিতে ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবার প্রথমার্ধে দুই গোলের বেশি হজম করে ফ্রান্স দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত তিনটি গোল করে ম্যাচ তুমুল জমিয়ে তোলে ফরাসিরা। তবে সেই থান্ডা সামলে ইংলিশরা আবার ওঠিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত টমাস টুখেলের দল মাঠ ছাড়ে ৬-৪ গোলের জয় নিয়ে। যথারীতি ফ্রান্সের ঘুরে দাঁড়ানায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন এমবাপে। দুটি গোল করে লিওনেল মেসিকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের গোলরেকর্ড তালিকায় শীর্ষে উঠে যান তিনি ২২ গোল নিয়ে। এবারের আসরের গোষ্ঠেন বুটের লড়াইয়েও নিজের অবস্থান পোক্ত করেন ১০ গোলে। তবু তার মনে হতাশা। ছাপ কোচের কারণে। এই ম্যাচ দিয়েই শেষ হলো ফ্রান্সের কোচের দায়িত্বে

দেশৌর ১৪ বছরের পথচলা। ২০১৮ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ও ২০২২ আসরে রানার্স আপ হওয়া কোচের শেষটা জয় দিয়ে রাঙাতে না পারার আফসোস এমবাপের কণ্ঠে মূল লক্ষ্য থেকে আগেই ছিটকে পড়া ফ্রান্সের শেষটাও হলো হতাশার। বিশেষ করে, বিশ্বকাপের তৃতীয় হওয়ার লড়াইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমার্ধে তাদের পারফরম্যান্স ছিল যাক্ষতাই। সেটাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে পুরো দায়ভার নিজের কাঁধে নিলেন দলটির বিদায়ী কোচ দিদিয়ো দেশৌ। এবারের বিশ্বকাপ দিয়ে ফ্রান্সের ডাগআউটে নিজের ১৪ বছরের অধ্যায় শেষ করার ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন দেশৌ। তাকে আরেকটি শিরোপা উপহার দিতে মরিয়া দল। কিন্তু সেমি-ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হেরে তাদের সেই আশা ভেঙে চূরমাং হয়ে যায়। ফাইনালে খেলতে না পারা ফ্রান্সের এই দলের জন্য বড় ব্যর্থতা। সেখানে তারা শেষটাও জয়ে রাঙাতে পারেনি। মারামতিতে ১০ গোলের রোমাঙ্কর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৬-৪ গোলে হারে ফরাসিরা। এদিন প্রথমার্ধে পুরোপুরো বিরপ ছিল ফ্রান্স। ৪-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা। দলে ফুটবলীয় গুণগত মানের কোনো অভাব নেই। ফল পাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রতিভা আমাদের ছিল।”

“তৃতীয় হতে পারলে ভালো হতো। এখানে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম। অনেক ইতিবাচক কাজও করতে পেরেছি। স্পেনের বিপক্ষে ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের বিপক্ষে কাঁধে ভালো খেলতে হয় তারা সেটা জানত। ফ্রান্সের এই দলে ফুটবলীয় গুণগত মানের কোনো অভাব নেই। ফল পাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রতিভা আমাদের ছিল।”

“ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকে, এটা ছিল চমৎকার এক অভিজ্ঞান। আট সপ্তাহ- অসাধারণ ছিল।” ১৮৫টি ম্যাচে ১২০টি জয় নিয়ে ফ্রান্স দলের কোচের দায়িত্ব ছাড়ছেন দেশৌ। এবারের বিশ্বকাপে দেশের মানুষকে মুগ্ধ করতে না পারার হতাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন তিনি। “খেলোয়াড়ার জায়গায় থেকে, হতাশা অবশ্যই আছে। কোটি কোটি ফরাসি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার সুযোগ ছিল। এটা বিশ্বকাপ- এর চেয়ে সুন্দর কিছু নেই।”

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে মেসির বিশ্বরেকর্ড কেড়ে নিলেন এমবাপে!

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল। তাতেই লিওনেল মেসিকে পিছনে ফেলে দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। শুধু সোনার বুটের দৌড়েই আজেন্টিনার আগের অধিনায়ককে পিছনে ফেলে দিলেন না। ফ্রান্স অধিনায়ক বিশ্বকাপের ইতিহাসে মোট গোল সংখ্যাতোও এগিয়ে গেলেন। স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালের আগে কিছুটা চাপে পড়ে গেলেন মেসি। তাঁকে চাপে ফেলে দিলেন প্যারিস সঁ জারমের প্রাক্তন সতীর্থ এমবাপে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে

জোড়া গোল করেও ফ্রান্সকে বিশ্বকাপে তৃতীয় করতে পারেননি এমবাপে। তবে ব্যক্তিগত কীর্তি গড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার। এ বারের বিশ্বকাপে মোট ১০টি গোল করলেন এমবাপে। সোনার বুট জেতার দৌড়ে এগিয়ে গেলেন। মেসি এখনও পর্যন্ত আটটি গোল করেছেন। সোনার বুট জিততে হলো তাঁকে ফাইনালে অন্তত দুটি গোল করতেই হবে। শনিবার মেসির আর একটি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন এমবাপে। ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখন এমবাপেই

সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক। ইংল্যান্ড ম্যাচের পর বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে তাঁর গোল সংখ্যা ২২। মেসি এখনও পর্যন্ত মাদ্রিদ স্ট্রাইকার। এ বারের বিশ্বকাপে মোট ২১ গোল করেছেন। অর্থাৎ নতুন বিশ্বরেকর্ডের মালিক হলেন এমবাপে। বিশ্বকাপ ফাইনালে এক গোল করতে পারলে মেসি আবার যথু ভাবে বিশ্বরেকর্ডের মালিক হবেন। না পারলে সম্ভ্রুত পারম্পাটিক ভাবেই এই বিশ্বরেকর্ড হাতছাড়া হয়ে লেগলিয়ার। ফ্রান্স ৩৯ বছরের মেসি সম্ভ্রুত ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ খেলবেন না। ফলে এমবাপেকেটাকে যাওয়ার সুযোগও আর পাবেন না।

‘দরকারে চিনকে সঙ্গে নেব’, বিশ্বকাপ ‘সফল’ ঘোষণা করে আবার আয়োজনের আবদার ট্রান্স্পের

রবিবার মৌলিফ স্টেডিয়ামে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ার্মি ইনফ্যান্তিনাকে পাশে বসিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই খবর অনেক আগেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট। কিন্তু শুক্রবার নিউ ইয়র্কে ট্রাম্প ওটারের একটি অনুষ্ঠানে ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফ্যান্তিনোর সামনেই ট্রাম্প বলে বলেন, দারুণভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করার জন্য আমেরিকাকে ফের বিশ্বকাপের আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তবে এবার বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেলে কানাডা আর মেক্সিকোকে সঙ্গী করবেন না, জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বকাপের তারকা ফুটবলারদের মাঝে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সব সময় খবরের শিরোনামে। শেষ আয়োচনায় এসেছিলেন, দলের ফুটবলারের উপর থেকে লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য ফিফা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ

জানিয়ে ফোন করে। বেশ কিছুদিন পর শুক্রবার ফের তিনি আলোচনায়। ফাইনালের দুদিন আগে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ট্রাম্প ওটারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফিফা। সেখানে ফিফা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কনমেবলের সভাপতি। সেখানেই সূত্ৰভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেন ইনফ্যান্তিনো। পাশাপাশি এ-ও জানিয়ে দেন, ফাইনাল খেলার পাশাপাশি ফুটবলারদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেবেন তিনি। বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে ফিফা প্রেসিডেন্টের থেকে প্রশংসাসূচক মন্তব্য পাওয়ার পরই ট্রাম্প কিছুটা রসিকতা করে বলেন, “মনে হচ্ছে, আমরা আসলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সব সময় খবরের শিরোনামে। শেষ আয়োচনায় এসেছিলেন, দলের ফুটবলারের উপর থেকে লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য ফিফা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ

কানাডা আর মেক্সিকোকে নেব না। সেক্ষেত্রে না হয় চিনকে সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করব।” বিশ্বকাপ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তখন এতটাই মজে গিয়েছেন যে এরপর ইংল্যান্ড দল প্রসঙ্গে চলে যান। “আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেনের সঙ্গে গলফ খেলেছি আমি। কিন্তু ওদের কোচ কোন যুক্তিতে কেনকে ম্যাচের মধ্যে এতটা রক্ষণাত্মক খেলিয়েছে, তা বুঝতে পারলাম না।” এমনিতেই হেরে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলের সঙ্গে আর্জেন্টিনা ম্যাচে খেলার স্ট্যাটস্টিজ নিয়ে চারদিকে সমালোচনা চলছে। তারমাধ্যে এদিন অনুষ্ঠানে ট্রাম্প আবার টুখেলের কোচিংকে খোঁচা দিয়ে বলেন, “ফুটবল নিয়ে আমার খুব একটা জ্ঞান নেই। তবে এটা বুঝেছি, সেদিন ইংল্যান্ড যখন এগিয়ে গিয়েছে, দেখলাম, তারপরই তাদের কোচ দলের সেরা ফুটবলার, হ্যারি কেনকে

নিচে নামিয়ে দিলেন। হ্যারি খুবই ভালো মানুষ। ও যদি সেই সময় একটু আক্রমণে থাকত, আমরা তো মনে হয় ইংল্যান্ডের জন্য ভালই হত।” পরক্ষণেই অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, “এটাও ঠিক। আমি আর ফুটবলের কতটুকু বুঝি।” মানে, বলবেন না, বলবেন না কতদূর টুখেলের কোচিং নিয়ে বেশ খোঁচাই দিয়েছেন তিনি। এমনিতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ঘরে বাইরে সমালোচিত হলেও, ইংল্যান্ড ফুটবল ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে ২০২৮-এর ইউরো পর্যন্ত করেছে। তবে ট্রাম্প যে হ্যারি কেনের জন্যই খোঁচাটা দিয়েছেন, বোঝা গিয়েছে। কারণ, দেড় বছর আগে ইংল্যান্ড অধিনায়ককে সঙ্গে ওয়েস্ট গাম বিচে একবার গলফ খেলেছিল দল ট্রাম্প। আর এগিয়ে গিয়েছে, দেখলাম, তারপরই তাদের কোচ দলের সেরা ফুটবলার, হ্যারি কেনকে



CMYK